ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক পরিবার থেকে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকেন্দ্রিক পরিবারে যুক্ত হয়ে

ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন

মিলনমেলায় কমরেড খালেকুজ্জামান

১৫ মার্চ দিনব্যাপী গুলিস্তানস্থ মহানগর নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত বাসদ এর সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের অষ্টাদশ বার্ষিক মিলনমেলার একাংশ

১৫ মার্চ দিনব্যাপী বাসদ এর সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের অষ্টাদশ বার্ষিক মিলন মেলা গুলিস্তানস্থ মহানগর নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিলন মেলায় বাসদ সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী, দরদী ও বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, টিপু বিশ্বাস, সাইফুল হক, মোশাররফ হোসেন নান্নু, আব্দুন নূর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক রুবাইয়াৎ ফেরদৌস, অধ্যাপক আবিদুর রেজা, অ্যাড. আখতার কবীর চৌধুরী, কৃষিবিদ ড. সামছুল হোসেন, নাজির মো. খান খসরু, আব্দুল্লাহ আল মামুন তাজু, অধ্যাপক মো. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক মজিবুর রহমান মজনু, মুস্তাফিজুর রহমান, এম.এ রহিম প্রমুখ।

কমরেড খালেকুজ্জামন বলেন, আজকের এই মিলনমেলায় উপস্থিত বাসদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত বিশিষ্টজন, সুধীমণ্ডলী, শিশু কিশোর বন্ধুরা, কমরেড ও বন্ধুগণ, সবাইকে ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিবাদন।

পুঁজিবাদী সমাজ ও বুর্জোয়া শ্রেণিশাসন যখন মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, ঘর ভাঙছে, পরিবার ভাঙছে, মানবতা-মনুষ্যত্ব দুমড়ে মুচড়ে পড়ে যাচ্ছে, ভোগবাদী লোভাতুর মানসিকতা হিংস্রতা-সহিংসতায় সমাধানের পথ খুঁজছে, শিক্ষার মান নামছে, অশিক্ষা কুশিক্ষায় তলিয়ে যাচ্ছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা নাগালের বাইরে থাকছে, বিকৃতি আর কদর্য সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যকে ছেয়ে ফেলছে, তখন আমরা অনেক ক্ষুদ্র আয়োজনে সীমিত শক্তিতে দাঁড়াতে চাই। তারই একটা অংশ আমাদের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের বার্ষিক মিলনমেলা। এখানে আমরা মিলিত হই, বৈরী সমাজের নিগড় থেকে শিশু-কিশোরদের একটা দিনের জন্য হলেও সমাজমুখী-মানবমুখী প্রেরণা দিতে চেষ্টা করি। পরিবারগুলোর মধ্যে সামাজিক চেতনায় সমস্বার্থবোধ আনার চেষ্টা করি। আমাদের দলের বাইরের বহু প্রগতিমনা সংস্কৃতমনা মানুষেরা আসেন, আমাদের শক্তি সাহস জুগিয়ে যান। আমি আজকের এই উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য সবাইকে জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, সময়টা ভীষণ প্রতিকূল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ব্যবসায়ী পণ্যে পরিণত হয়ে ধুলায় লুটিয়ে রয়েছে। গণতন্ত্র নির্বাসিত, ভোট ব্যবস্থাও চুরমার হয়ে গেছে। শোষণ-বৈষম্য বৃদ্ধি ও মুষ্টিমেয়র উন্নতি হয়ে দাঁড়িয়েছে উন্নয়নের মাপকাঠি। ধর্মের নিকৃষ্ট রাজনৈতিক ব্যবহারে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আস্তাকুড়ে ফেলা হয়েছে। উপনিবেশিক আমলেও অনেক অমানবিক অস্বাভাবিক বিষয় যেগুলো ভাবা যেত না তাও এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। গ্যাসের অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব, ডাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে ডাকাতি, ১১ হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক ছাঁটাই, দেড় লক্ষ কৃষকের উপর সার্টিফিকেট মামলা, সাম্রাজ্যবাদী দেশের কাছে সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখে শাসকদের গদি রক্ষার চেষ্টা, রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অচল করে দিয়ে ক্ষমতাকে সচল করার চেষ্টা, দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, বিনা বিচারে মানুষ খুন, হামলা-মামলা, হয়রানি, মর্যাদাহানি, নিত্যকার বিষয়।

এমনি পরিস্থিতিতে আমাদের এই মিলন মেলা অন্ধকারে আশার আলো জ্বেলে আগামীর একটা প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলবে আশা রেখে উদ্বোধন ঘোষণা করলাম।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, বাসদের এই পারিবারিক মিলনমেলা আমার নিজের এবং আমাদের পার্টির মিলনমেলা বলেই গণ্য করি। আমার এবং আপনার আদর্শ-লক্ষ্য ও নিশানা যদি এক হয় তাহলে তো একই পরিবার বলে নিজেদের গণ্য করা যুক্তিসংগত। আমি এর আগেও বলেছি বাসদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে, শেখার আছে এবং আন্তরিকতার সাথেই বলছি, আমি দলের মিটিংগুলোতে বাসদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলি তারা যদি পারে তাহলে আমরা কেন পারব না। কোন কাজটার কথা আমি বিষদভাবে বলছি, বলছি আমাদের পরিবারের বিষয়টায় যদি আমরা ফিরে যাই, আসলে একটা দলের দুইটা দলের পাঁচটা দলের কর্মীবাহিনী মিলেই একটা পরিবার, কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি এত খণ্ডিত হওয়া উচিত না।

আসলে আমাদের পরিবার হল সমস্ত বাংলাদেশের সমস্ত মেহনতী মানুষ। তাদেরকে নিয়ে আমাদের এক পরিবার এবং এই পরিবারের প্রত্যেকের কাছে যদি আমরা পৌঁছাতে পারি এবং তাদের দায়িত্ব নিতে পারি তাহলে আমাদের লক্ষ্যের সার্থকতা আমরা অর্জন করতে পারব।

টিপু বিশ্বাস: এখন সত্যিকার অর্থে একটা খারাপ সময় যাচ্ছে, এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবর্তনের জন্য আমরা বামপন্থি কমিউনিস্ট শক্তিসমূহ মিলিতভাবে চেষ্টা করছি। আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে শিখতে হবে। বাসদের মিলনমেলার একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। এর মধ্যদিয়ে নিজেদের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐক্য ও যোগাযোগ বাড়বে, বিভিন্ন জায়গায় থাকা পরিবারগুলোর মিলন হবে।

আমাদের শ্রেণি অবস্থান, কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক রেখে বিগত লড়াই সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে অবিচল সংগ্রামের পথে এগুতে হবে। বাসদের এই মিলনমেলা ১৮ বছর ধরে চলছে, এখান থেকে শেখার আছে। আমি প্রতিনিয়ত শিখছি, আরও বহুদিন শিখতে চাই, শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্র দেখে যেতে চাই। সবাই ভাল থাকবেন।

সাইফুল হক বলেন, বাসদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা রাজনীতিতে অনেক কিছু যুক্ত করেছে, এই মিলনমেলা তার একটি অংশ। অফিসে আমরা মিলিত হই, রাজপথে আমরা মিলিত হই, পরিবারেও আমরা মিলিত হই, কিন্তু রাজপথে মিলিত হওয়া আর পরিবারে মিলিত হওয়ার মাঝে আমরা সঙ্গতি পাই না। বাসদ চেষ্টা করছে শুরু থেকে সকল পরিবারকে যুক্ত করতে। কোন কমরেড যখন পার্টির সাথে যুক্ত হয় তখন কোন না কোনভাবে তার পরিবার বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, এভাবেই বিপ্লবী পরিবারের সংখ্যা বাড়ে, বিস্তৃতি হয়। যখন চারপাশে প্রতিকূল অবস্থা, পথ যখন কন্টকাকীর্ণ, পথ যখন অমানিশার অন্ধকারে থাকে তখন আমরা মিলিত হই, যুথবদ্ধ হই। তখন আমরা আমাদের ঐক্যকে, মেলবন্ধনকে আরও জোরদার করি। সেক্ষেত্রে এই মিলনমেলা একটা বৈশিষ্ট্যগত মাত্রা যুক্ত করবে।

মোশাররফ হোসেন নান্নু বলেন আমরা একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধে, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থিদের অনেক ভূমিকা, ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা ধরে রাখতে পারি নাই। এরকম একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে মানুষের বাকরুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারটুকুও নেই। শ্রমিকদের ধারাবাহিকভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে কিন্তু তাদের পক্ষে কেউ কথা বলতে পারবে না। এই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী দলের দেশ পরিচালনার ফলাফল।

বাসদের অনেক কিছু শিক্ষনীয় যেটা আমরা কর্মীদেরও বলি। আমি নিজেও শিখি আপনাদের কাছ থেকে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাটাও আমাদের একসাথে করতে হবে।